রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ভাদ্র ১৪১৩/০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২১২-আইন/২০০৬।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত স্থানে, ক্ষেত্রে, প্রচার-প্রচারণায় এবং অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ—

(ক) মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়;

(খ) ঈদের জামাত, ওয়াজ মাহফিল, নাম-কীর্ত্তন, শবযাত্রা এবং জানাজাসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে;

(গ) সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারকালে;

(ঘ) প্রতিরক্ষা, পুলিশ বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনকালে;

(ঙ) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১লা বৈশাখ, মহররম বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে;

(চ) আকাশযান ও রেলগাড়ী চলাচলের সময়;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(ছ) এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেড ব্যবহারকালে;

(জ) ইফতার ও সেহরীর সময় প্রচারকালে;

(ঝ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বা অন্য কোন বিপদে বা বিপদের আশংকায় বিপদ সংকেত প্রচারকালে;

(ঞ) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকালে বা কোন ব্যক্তি নিখোঁজ থাকিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হারানোর বিষয় প্রচারণাকালে; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্যক্রম সম্পাদনকালে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "আবদ্ধ স্থান" অর্থ বাসাবাড়ী, দোকান-পাট, দেয়ালবেষ্টিত কল-কারখানা, কনফারেন্স রুম, অডিটরিয়াম, সিনেমা হল, থিয়েটার হল বা এই জাতীয় অন্য কোন স্থান;

(গ) "আবাসিক এলাকা" অর্থ কোন এলাকা যেখাঁনে মানুষ পরিবার পরিজনসহ বসবাস করে;

(ঘ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 2(27) এ সংজ্ঞায়িত Union Parishad;

(ঙ) "এলাকা" অর্থ নীরব, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প বা মিশ্র এলাকা;

(চ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বা মহাপরিচালক এর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ছ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ তফসিল-৩ এ বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ঝ) "দূষণ" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ)-তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঞ) "নীরব এলাকা" অর্থ হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এবং উহার চতুর্দিকের ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং বিধি ৪-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত এমন কোন এলাকা;

(ট) "নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন শহর বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ The Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) এর section 2(33) এ সংজ্ঞায়িত Paurashava;

(ড) "ফরম" অর্থ তফসিল এ নির্ধারিত কোন ফরম;

(ঢ) "বাণিজ্যিক এলাকা" অর্থ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ব্যবহৃত দুই বা ততোধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, হাটবাজারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ত) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(থ) "মিশ্র এলাকা" অর্থ আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা হিসাবে একত্রে ব্যবহৃত একাধিক ধরণের এলাকা;

(দ) "শব্দদূষণ" অর্থ তফসিল-১ বা ২ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী এমন কোন শব্দ সৃষ্টি বা সঞ্চালন যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে;

(ধ) "শব্দের মানমাত্রা" অর্থ তফসিল-১ বা তফসিল-২ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা;

(ন) "শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি" অর্থ মাইক, লাউড স্পীকার, এমপ্লিফায়ার, মেগাফোন বা শব্দবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোন বা সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা অন্য কোন যান্ত্রিক কৌশল;

(প) "শিল্প এলাকা" অর্থ এক বা একাধিক শিল্প ও কল-কারখানা রহিয়াছে এইরূপ এলাকা;

(ফ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং অন্য কোন আইনের অধীন, সময়ে সময়ে, গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন;

(ব) "হর্ণ" অর্থ উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী নিউম্যাটিক, হাইড্রোলিক বা মাল্টি টিউনড্ হর্ণ।

৩। **বিধিমালার প্রাধান্য।**—আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোন বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **এলাকা চিহ্নিতকরণ।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে আবাসিক, বাণিজিক, মিশ্র, শিল্প বা নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিতে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ বা যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন এলাকা চিহ্নিত করা হইয়া থাকিলে বা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন বা টানানো হইলে উহা এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উক্ত কার্যাদি এ বিধিমালার অধীন সম্পন্ন বা সম্পাদন করা হইয়াছে।

৫। **শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ।**—(১) আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা তফসিলে উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রা হইবে প্রত্যেক এলাকার জন্য শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা এবং তফসিল ২-এ বর্ণিত মানমাত্রা হইবে মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযান হইতে নির্গত শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

৬। **শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ।**—মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা কোন আবদ্ধ বা প্রাচীর বেষ্টিত বা নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত জায়গার ক্ষেত্রে উহার নিকটতম স্থানে অথবা কোন উন্মুক্ত স্থানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত যন্ত্র দ্বারা শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ করিতে পারিবেন।

৭। **শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম নিষিদ্ধ।**—এই বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

৮। **হর্ণ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—(১) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি মোটর, নৌ বা অন্য কোন যানে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোন প্রকার হর্ণ বাজানো যাইবে না।

৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম।**—(১) বিধি ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠান;

(খ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;

(গ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধরণের সভা অনুষ্ঠান; এবং

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের মেলা, যাত্রাগান ও হাট-বাজারের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে তফসিল-৪ এ নির্ধারিত ফরম-১ অনুসারে আয়োজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক অনুষ্ঠান আয়োজনের ১ (এক) দিন পূর্বে দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে দরখাস্ত প্রাপ্তির ২(দুই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ, দরখাস্তে বর্ণিত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিয়া উক্ত তফসিল-৪ এ নির্ধারিত ফরম-২ অনুসারে অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক দরখাস্তটি না মঞ্জুর করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ যে কোন ধরণের অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যে কোন যন্ত্রপাতি দৈনিক ০৫ (পাঁচ) ঘন্টার বেশী সময়ব্যাপী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না এবং উক্ত অনুমোদিত সময়সীমা রাত্রি ১০ (দশ) ঘটিকা অতিক্রম করিবে না।

১০। **বনভোজনের উদ্দেশ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ইত্যাদি।**— (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বনভোজনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সময়ে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্থানে যাওয়ার বা ফিরিয়া আসিবার পথে উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) আবাসিক এলাকা হইতে অন্তত ঃ ১ (এক) কিলোমিটার দূরবর্তী কোন স্থানকে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বনভোজনের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারিবেন, যেখানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এ নির্ধারিত বা, ক্ষেত্রমত, চিহ্নিত স্থানে বনভোজনের অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সকাল ৯(নয়) টা হইতে বিকাল ৫ (পাঁচ) টা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) উক্ত সময়সীমার মধ্যে আযান চলাকালে এবং জামাতে নামাজ আদায়কালে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) জেলা প্রশাসক বা বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে বনভোজনের ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক বনভোজনের জন্য স্থান নির্ধারিত হইয়া থাকিলেও পাখি বা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, বিচরণক্ষেত্র বা প্রজনন বিঘ্নিত ও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন স্থানে বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১১। **নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ মিটারের মধ্যে উক্ত এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ব্যবহার করা যাইবে না এবং সন্ধ্যা ৭(সাত) টা হইতে সকাল ৭(সাত) টা পর্যন্ত মিকচার মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি চালানো যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ও মিকচার মেশিন ব্যতীত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতি লইয়া, সময় নির্ধারণপূর্বক নীরব এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বা চালানো যাইবে।

১২। **নির্বাচন উপলক্ষ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির ব্যবহার।**—(১) জাতীয় সংসদ এবং কোন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন বা অন্য কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী সভা, মিছিল বা অন্যবিধ প্রচার কাজে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বা বিদ্যমান বিধানাবলীর বিধান সাপেক্ষে, নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে।

১৩। **আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির ব্যবহার।**—আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে উক্ত স্থানের মালিক বা দখলদার বা উহার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি—

(ক) উহাতে সৃষ্ট শব্দ যাহাতে উক্ত স্থানের বাহিরে না যায় তদুদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) নিশ্চিত করিবেন যেন উক্ত যন্ত্রপাতি হইতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

১৪। **কারখানার অভ্যন্তরে বা যন্ত্রপাতির নিকটে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।**—(১) যদি কোন কারখানা পরিচালনা বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সর্বদা এমন শব্দের সৃস্টি বা উদ্ভব হয় যাহা শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত কারখানায় কর্মরত বা আগত ব্যক্তিবর্গের শব্দ দূষণজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করার বা কমানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কারখানার কার্যক্রম বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতিসৃষ্ট মানমাত্রা বহির্ভূত উচ্চ শব্দের কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগস্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে আইনের ধারা ৭ এবং ৮ এবং ধারা ৮ এর অধীন জারীকৃত বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—বিধি ৯ এর অধীন অনুমতি ব্যতীত কোন এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবার বা উক্ত বিধির বিধান লংঘনকারীকে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বা বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৬। **শব্দ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, ইত্যাদি।**—কোন এলাকায় নির্দিষ্টকৃত মান মাত্রার অতিরিক্ত শব্দদূষণ সংক্রান্ত কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে ঐ এলাকা আশংকাযুক্ত হইলে বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হইতেছে মর্মে কোন ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যক্তি টেলিফোনে, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে উক্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তথ্য প্রাপ্তির পর উহার সত্যতা যাচাইপূর্বক উক্ত ক্রিয়া বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ঘটনা আশংকাযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ লওয়ার বা বিধান লংঘনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৭। **আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—(১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকালে, যুক্তি সঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে, যে কোন ভবন, স্থান বা আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিবেন এবং এই বিধিমালার অধীন দণ্ডণীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আটকের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১০-এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **দণ্ড।**—(১) আইনের ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর বিধান অনুসারে এই বিধিমালার বিধি ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ এর বিধান লংঘন এবং বিধি ১৪, ১৫ এবং ১৬ এ প্রদত্ত নির্দেশ পালনের ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

তফসিল-১

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A)Leq* এককে	
		দিবা	রাত্রি
১।	নীরব এলাকা	৫০	৪০
২।	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
৩।	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
৪।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
৫।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

ব্যাখ্যা ঃ

(ক) ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

(খ) রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

*dB(A)Leq দ্বারা মানুষের শ্রবণীন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শব্দের গড় মাত্রাকে বুঝাইবে (time weighted average) যাহা ডেসিবল অ-স্কেলে নির্দেশিত।

তফসিল-২

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা।

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) এককে	মন্তব্য
১।	*মোটরযান (সকল প্রকার)	৮৫	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে সরাসরি ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে ৪৫ ডিগ্রী কৌণিক রেখায় পরিমাপকৃত।
২।	আভ্যন্তরীন জলপথে চালিত যান্ত্রিক নৌযান	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশূন্য সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-দৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

***ব্যাখ্যা।**—পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ;

(খ) গ্যাসোলিন/সিএনজি চালিত ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ;

(গ) মোটর সাইকেলে-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

তফসিল-৩

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

[বিধি ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

(ক)	গ্রাম এলাকায়[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কমকর্তা
(খ)	পৌর এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কমকর্তা
(গ)	উপজেলা এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঘ)	জেলা সদর এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঙ)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা
(চ)	যে কোন এলাকায় রাজনৈতিক সভার ও মেলার ক্ষেত্রে—		
	(১) মেট্রোপলিটন এলাকায়	ঃ	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা
	(২) অন্যান্য এলাকায়	ঃ	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা

তফসিল-৪

[বিধি ২(ড) দ্রষ্টব্য]

ফরম-১

[বিধি ৯(২) দ্রষ্টব্য]

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আবেদনপত্রের ফরম

(ক)	আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঠিকানা	ঃ
(খ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ঃ
(গ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির সংখ্যা	ঃ
(ঘ)	ব্যবহারের স্থানের বিবরণ, তারিখ ও সময়	ঃ
(ঙ)	ব্যবহারের স্থান নিজস্ব না হইলে সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হইতে ব্যবহারের অনুমতিপত্র	ঃ
(চ)	ব্যবহারের স্থানের ১০০ মিটারের মধ্যে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা কোন নীরব এলাকা, আছে কিনা?	ঃ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই ও তারিখ)

ফরম-২

[বিধি ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতিপত্র

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে, স্থানে, তারিখে এবং সময়ে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল ঃ—

১। অনুমিতপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ --

২। অনুমিতপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ---

৩। অনুমতির স্থানের বিবরণ ঃ

৪। অনুমতির উদ্দেশ্য ঃ

৫। অনুমতির তারিখ ঃ

৬। অনুমতির সময় ঃ....................................হইতে....................................পর্যন্ত।

৭। অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম এবং সংখ্যা ঃ

৮। উক্ত অনুষ্ঠান/সভার প্রচার কাজে.......................তাং হইতে.......................তাং পর্যন্ত দৈনিক.......ঘন্টা.........টি মাইক/শব্দ বর্ধক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল।

(অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর)

নাম ঃ.....................................

পদবী/সীল ঃ..............................

....

তারিখ ঃ..................................

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাফর আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।